সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন

ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে দেশে পোল্ট্রি এবং মৎস্য উৎপাদন দ্রুত বাড়লেও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে পশুসম্পদ বিশেষ করে ছাগলের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। এদেশে প্রাপ্ত প্রায় ১৫ মিলিয়ন ছাগলের প্রায় ৭৬ ভাগ পালন করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের খামারিরা। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস যেমন সুস্বাদু চামড়া তেমনি আর্ন্তজাতিকভাবে উন্নতমানের বলে স্বীকৃত। তাছাড়া ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং তারা

দেশীয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী। এসব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাণিজ্যিক উৎপাদন এদেশে এখনো প্রসার লাভ করেনি। এর অন্যতম কারণ ইন্টেনসিভ বা সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রধানত মাংস ও চামড়া উৎপাদনকারী জাত হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। এদের গড় ওজন (১৫-২০ কেজি) ও দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার (২০-৪০ গ্রাম/দিন)। বিশ্বের অন্যান্য স্বীকৃত মাংস উৎপাদনকারী জাত যেমন:বোয়ের, সুদানিজ ডেসারট, বারবারি ইত্যাদির চেয়ে অনেক কম। তবে এদের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য বিদেশী জাতের ছাগলের তুলনায় অনেক বেশি হলেও দুধের উৎপাদন বাচ্চার চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বাচ্চা মৃত্যুর হার অনেক বেশি। ফলে এদের উৎপাদন সম্ভাবনা প্রায়ই অর্জিত হয়না। এজন্য বাণিজ্যিকভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত অধিক বাচ্চা উৎপাদনসহ বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা। বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাণিজ্যিকভাবে সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক